بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন রচিত
প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

১. হে মুমিনগণ ! (প্রথম প্রকাশ) ফেব্রুয়ারি-২০০২
২. Ye Who Believe (IPCI Durban) 11Sept. 2004
৩. Hi Orang Orang Yang Beriman 11 Sept. 2004
৪. এবং কাফিররা বলে ওয়ামি বুক সিরিজ-(২৬) ফেব্রুয়ারি-২০০৭
৫. O Ye Mankind! (www.australianislamiclibrary.org-2015)
৬. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে? (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০২০)
৭. হে মানুষ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৮. অবুঝ হাসি (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৯. হে মুমিনগণ ! (সংক্ষিপ্ত) দ্বাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১০. এবং কাফিররা বলে ! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১১. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১২. হে মানুষ (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১৩. আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম মার্চ-২০২৪
১৪. আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন
১৫. আইন প্রণয়ণে আল্লাহর সাথে শিরক করা
১৬. ইসলামের বিজয়
১৭. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে (২)
১৮. অবহেলা নয়
১৯. তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি
২০. নিশ্চয় যারা বলে, "আল্লাহ আমাদের রব"
২১. উত্তরাধিকারী
২২. মানুষ কি মনে করে?
২৩. সুদৃঢ় থাক!
২৪. ব্যবসার সন্ধান!
২৫. ক্ষতিগ্রস্ত!
২৬. তুমি কি?
২৭. পথ-নির্দেশক
২৮. যুদ্ধের ঘোষণা
২৯. সাবধান
৩০. দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর
৩১. কষ্ট দেয়!
৩২. পরামর্শ কর
৩৩. জ্ঞান-বুদ্ধি
৩৪. কেন হারাম করছ?
৩৫. পড়ো!
৩৬. মরো না!
৩৭. জয়যুক্ত কর
৩৮. নিদর্শন!
৩৯. উদ্বুদ্ধ কর
৪০. সম্পূর্ণ!
৪১. ক্রয় করে
৪২. উপহাস
৪৩. পরীক্ষা!
৪৪. দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে!
৪৫. সম্মানীয়।"
৪৬. প্রতিযোগিতা
৪৭. ফিরে গেলে
৪৮. লিখে রোখ!
৪৯. রাত-দিন ডেকেছি
৫০. পানি পান করানো
৫১. ন্যায়-বিচার
৫২. সুখী জীবন
৫৩. কিতাবের মূল
৫৪. সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী (দায়িত্ব দিন)
৫৫. আল্লাহর সাহায্যকারী হও, বিজয় তামোদের!
৫৬. গযব প্রাপ্তদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না
৫৭. কাফিরদের মত কথাবার্তা বলানো ।
৫৮. মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে থেকো না
৫৯. আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?
৬০. আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে ওজর পেশ করো না
৬১. সকর্ম ও তাক্ওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো
৬২. আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য
৬৩. আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের (সা.) আনুগত্য কর
৬৪. আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন
৬৫. খুব বেশি করে স্মরণ কর ।
৬৬. অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না
৬৭. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।
৬৮. আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত
৬৯. সত্যনিষ্ঠ লাকেদের সাথে থাক
৭০. ভন্ড আলিমদের থেকে সতর্ক থাকো।
৭১. আদেশ শানোর পর তা অমান্য করো না
৭২. ওসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে
৭৩. তামোদের দায়িত্ব তামোদেরই উপর
৭৪. মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারী পরিহার করো
৭৫. নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সঙ্গত স্বাক্ষ্য দান কর
৭৬. মুমিনগণ যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে
৭৭. সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তামেরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো
৭৮. তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পারো
৭৯. তামেরা সতর্কতা অবলম্বন করো
৮০. সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাহ ও তাকওয়া অবলম্বন কর
৮১. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না
৮২. তোমদের উপার্জিত উত্তম ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করো
৮৩. ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো
৮৪. কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে
৮৫. সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে
৮৬. সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য
৮৭. এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই
৮৮. আলিফ-লাম-মীম।

www.motaher21.net (চলমান বই নং-১১১৯)

চতুর্দশ মুদ্রণ
এপ্রিল-২০২৪, শাওয়াল ১৪৪৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে মুমিনগণ !

O Ye Who Believe

(সংক্ষেপিত)

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaher21.net
Book No. - 1119 (In going)
চলমান বইয়ের নাম্বার- ১১১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরিচিতি

www.motaher21.net

আসসালামুয়ালাইকুম।

মুহতারাম,

মহান আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া জানাই, আল্ হাম্ দু লিল্লাহ।

শুধু ১ টি কোটেসান বলা হয়ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

কিন্তু তাতে মানুষ পুরো বিষয়টি বুঝতে পারে না।

তাই চেষ্টা করছি মুল বিষয় যাতে সবাই বুঝতে পারে।

এতে আমি কম-বেশি এক ডজন (+/-) তাফসীর সহাযোগিতা নিচ্ছি।

যেমন:- ইবনে কাসীর, ফী যিলালিল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, কুরআনুল কারীম,

মাওঃ আশরাফ আলী, আবুবকর যাকারিয়া, আহসানুল বায়ান, তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।

English Tafsir Ibn Kathir, The Noble Quran…..

আসসালামুয়ালাইকুম।

দোস্ত তোমরা কয়েকজন হয়তো বুঝতে পারছো!!

কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছে না।

আমি ধারাবাহিক কুরআন শরীফ এর আলোচনা করছি।

বাংলা, English এবং عرب তিন ভাষায় লিখিত।

তাই একটু সময় দিতে হবে। এবং একটু লম্বা হতে পারে।

যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা ও সবাই মিলে বুঝতে পারে।

তোমরা নিজেদের অবস্থান ও সময় মত সবাই দেখতে পাবে। ইনশাআল্লাহ।

পারা- ১ =>

১) সুরা ফাতিহা,
২) সুরা বাকারা,
৩) সুরা আলে ইমরান,
৪) সুরা নিছা,
৫) সুরা মায়েদা,
৬) সুরা আল আনআম,
৭) সুরা আল্ আরাফ,
৮) সুরা আল্ আন্ ফাল,
৯) সূরা আত্ তাওবা,
১০) সুরা ইউনুস
১১) সুরা হুদ
১২) সুরা ইউসুফ
১৩) সুরা রাদ
১৪) সুরা ইব্রাহিম
১৫) সুরা হিজর
১৬) সুরা নহল
১৭) সুরা বনি ইসরাইল
১৮)সূরা আল-কাহাফা।
১৯) সুরা মরিয়ম।
২০) সুরা طٰهٰ
২১) সুরা আম্বিয়া
২২) সুরা হাজ্জ।
২৩) সুরা মুমিনুন
২৪) সুরা নুর
২৫) সুরা ফুরকান
২৬) সুরা শুআরা
২৭) সুরা নমল
২৮) সুরা ক্বআসআস
২৯) সুরা আনকাবুত
৩০) সুরা রুম
৩১) সুরা লুকমান
৩২) সুরা সাজদআহ
৩৩) সুরা আহযাব
৩৪) সুরা সাবা
৩৫) সুরা ফাতের
৩৬) সুরা ইয়াসিন
৩৭) সুরা সাফ্ফাত
৩৮) সুরাঃসোয়াদ
৩৯) সুরাঃ যুমার
৪০) আল-মু'মিন
৪১) হামীম আস-সআজদআহ
৪২) আশ-শূরা
৪৩) সূরা যুখরুফ
৪৪) সূরা দুখান
৪৫) সূরা জাসিয়া (পাড়া - ২৫ =>)

ধারাবাহিক কুরআন এর আলোচনা করা হচ্ছে...এর আগেও সুরা হুজরাত(৪৯)
সুরা সফ (৬১), সুরা মুজাম্মাল (৭৩), সুরা আসর (১০৩) ।وَ الْعَصْرِ
সুরা: আল-মাউন (১০৭)الْمَاعُوْنَ। ইত্যাদি আরো কয়েকটি সুরা আলোচনা করা হয়েছে।

আমার প্রকাশের অপেক্ষায় ৪টি বই কেন আপনি ছাপাবেন ইনশাআল্লাহ :-

১) আল্ হাম্ দু লিল্লাহ, আমি এখন পর্যন্ত ১১১৯ টি বই লিখেছি।

২) এখন পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে ১৩ টি বই ।

৩) Durban R S A থেকে অযসবফ Hossen Deedat জাকির নায়েকের উস্তাদ (২০০৪ সালে) প্রকাশ করেছেন। তিনি এই বইগুলো ৫৬ টি দেশে পাঠিয়ে ছিলেন।

৪) ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়াম) ২০০৭ সালে প্রকাশ করেছেন। ওয়ামী বই সিরিজ ২৬।

৫) Australian Islamic Library ২০১৫ সালে প্রকাশ করেছেন

৬) কুরআন এর আলোকে আমাদের প্রতি দিন কেমন কাজকর্ম করতে হবে এই বিষয়ে বলা হয়েছে।
"আমাদের ২৪ ঘন্টার কর্মসূচি ঘুম থেকে কাজ উত্তম " মার্চ - ২০২৪ ইং
এই বইতে পাঠকগণ ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন।

৭) এই পর্যন্ত কম বা বেশি ১১ লক্ষ (+/-) বই বিতরণ বা বিক্রয় করা হয়েছে।
বই ৪টি পছন্দ করেছি :- আমার লেখা ১১০১ টি বই এর মধ্যে এগুলো সর্ব উত্তম ৫টি।
প্রকাশিতব্য বই ৪টি ছাপানো হলে আমি ইনশাআল্লাহ ১০০০ এক হাজার বই ক্রয় করবো।

১) আমরা অনেকেই আল্লাহ তায়ালা কে ভালোবাসার দাবি করি।
আর আখেরাতে নাজাত পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহকে বাস্তব জীবনে ভালোবাসতে হবে।
"আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি"? এই বইতে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

২) আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বার বার বলেছেন যে আমাদের সঠিক কথা বলতে হবে, সঠিক কাজটি করতে হবে। "এমন কথা কেন বল?"
এই বইতে পাঠকগণকে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩) সুরা বনি ইসরাইলে ২৩ নং আয়াত থেকে ৩৯ নং আয়াত পর্যন্ত (৩ তৃতীয় রুকু ও ৪ চতুর্থ রুকু তে) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন :- আমাদের সমাজ ও জীবন কিভাবে পরিচালিত করা দরকার ! এই বিষয়ে চমৎকারভাবে বলেছেন।
"আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন" বইতে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪) "ইসলামের বিজয়" বইটিতে ক) আমাদের অধ্যায়ন, খ) বই পড়া ও বিতরণ গ) মুমিন, কাফের,মুনাফীক ও মানুষ ঘ) লেনদেন । ঙ) ২৪ ঘন্টার রুটিন । চ) ইসলামের বিজয় কি ভাবে করা যাবে। ছ) আল্লাহকে ভালোবাসা জ) আন্তর্জাতিক বিশ্বে দাওয়াত । এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
তাই এটা অবশ্যই পড়া প্রয়োজন। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নিজে পড়ব , অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করব।

Engr. Mahmmed Motaher Hossain
Chief Engineer (Serveg as Marine Chief Engineer many foreign & Local companies for 31 years. Served as Engineering Superintendent, DPA & CSO of Deshbandhu group. Served as Chief Engineer of Ananta Group. Served as technical consultant of Mission group).

Author of "YE MANKIND!"
(SELECTED VERSES FROM THE QURAN WITH EXPLANATION)
RESEARCHER: MUHAMMED MOTAHER HOSSAIN
Published in: Australian Journal for Humanities and Islamic Studies Research (Vol-1, Issue-1, 2015) Republished in the Book #8.
www.motaher21.net

Author of two more basic studies from the Quran:
*What the Quran ask directly the believers :

১. 'হে মুমিনগণ' www.motaheer21.net #Book-1

২. "Ye Who Believe" Publieshed Derban R.S.A by Ahmed Hossain Deedat 2004

৩. "Hai orang Orang Yang Beriman" (Malay/Indon version) Book #4

*According to Quran what are the sayings that is marked as the saying of kafir book-3 : 'এবং কাফেররা বলে'
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম উয়ুথ (ওয়ামি) ২০০৭ ওয়ামী বই সিরিজ ২৬

*What the Quran ask the peoples directly:
"Ye Peoples" www.motaher21.net Book #6
''হে মানুষ'' www.motaheer21.net Book #7

* আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম #১৩

Chairman: Halishahar Mohila College, Halishahar, Chittagong.
Chairman: Halishahar Public School, Halishahar, Chittagong
সভাপতিঃ দেবপুর নুরানী মাদ্রাসা, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

Book No. - 1119 (In going), চলমান বইয়ের নাম্বার- ১১১৯

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসেন
House # 12, Road # 03, Block-B, Pink city Model Town, Khilkhet, Dhaka1229, Bangladesh.
Phone: +88-01883385800/01827764252
E-mail: motaher7862004@ya hoo.com/engrmotaher440@gmail.com
FB:Muhammed Motaher Hossain/ Motaheros Fan Page
Engr Motaher: https://motaher21.net/about-author/

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে মুমিনগণ !

O Ye Who Believe

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaher21.net

অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে কোন মুসলিম সংস্থা অথবা ব্যক্তি এই বই যে কোন মাধ্যমে, যে কোন ভাষায়, কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়া এবং কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করতে পারেন। আমরা শুধুমাত্র অবগতির জন্য কয়েকটি প্রকাশিত কপি পেলে ধন্য হবো। **-প্রকাশক**

হে মুমিনগণ! ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন	**O Ye Who Believe!** Engineer Md. Motaher Hossain
প্রকাশকাল: **প্রথম প্রকাশ :** ফেব্রুয়ারি' ২০০৭ **ত্রাদশ প্রকাশ :** এপ্রিল' ২০২৪ আরবি শাওয়াল' ১৪৪৫	**Edition:** **FIRST Edition :** Februry 2007 **Thirteenth Edition :** April 2024 Arabic Shawal 1445
শুভেচ্ছা মূল্য : ১৯.০০ টাকা মাত্র	
আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি বিকাশ নম্বর : ০১৮৮৩ ৩৮৫৮০০ (মোতাহার হোসাইন) ব্যাংক একাউন্ট : ২০৫০২৭৬০২০০৩০৬০১২ মোতাহার হোসাইন ও নাফিসা ইয়াসমীন, গুলশান শাখা-১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	

بِسْـــــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـــــــــمِ

সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত নিবেদন

আল কুরআনের কোথাও কোন ভুল নেই- “লা রাইবা ফি-হে” কিন্তু কুরআনের মত ঘোষণা করার দুঃসাহস আমার নেই যে, এই বই-এ কোন ত্রুটি নেই। যদিও এগুলো কুরআনেরই সে সমস্ত আয়াত-সমগ্র কুরআনে যেগুলোতে মুমিনদেরকে সরাসরি আহ্বান করেই কিছু আদেশ কিছু নিষেধ করা হয়েছে। তাই বলে এটাই পূর্ণ কুরআন নয় বরং কুরআনের অংশ বিশেষ। এগুলো জানার আগ্রহ প্রত্যেক মুমিনের রয়েছে এবং নিজেদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়তে হলে এগুলো জানার কোন বিকল্প নেই। তারপরেও মনে রাখতে হবে এটা মূল আয়াতের সাথে বাংলা অনুবাদ ও কিছু তাফসীর তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এতে কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অথবা আপনাদের কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পূর্ণ কুরআন অধ্যয়ন করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। যদিও মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কারণ কুরআন থেকে সরে গেলে আমরা ইসলাম থেকে, ঈমান থেকে দূরে সরে যাব। রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে আকড়িয়ে থাকাই আমাদের সঠিক পথ প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। সেই পথের কিছুটা দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। এই বইতে কুরআনের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয়ের অধিকাংশই আমরা জানতে পারব। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর কুরআন থেকে সঠিক হেদায়েত দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করুন। এই মুনাজাত করছি।

প্রকৌশলী মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

গ্রাম: দেবপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

House # 12, Road # 03, Block-B, Pink city Model Town,
Khilkhet, Dhaka 1229, Bangladesh.
Phone: +88-01952761232/01827764252
email: motaher7862004@yahoo.com
FB: Muhammed Motaher Hossain/ Motaher’s Fan Page

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

একনজরে হে মুমিনগণ

১।	দ্ব্যর্থবোধক শব্দ পরিহার কর	বাকারা, ২:১০৪
২।	নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা কর	বাকারা, ২:১৫৩
৩।	পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর	বাকারা, ২:১৭২
৪।	কিসাসের আইন মেনে চল	বাকারা, ২:১৭৮
৫।	রোজা রাখ তাকওয়া অর্জন কর	বাকারা, ২:১৮৩
৬।	পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর	বাকারা, ২:২০৮
৭।	পরকালে ক্রয় বিক্রয় হবে না, কারো সুপারিশ কাজে আসবে না	বাকারা, ২:২৫৪
৮।	অনুগ্রহ প্রকাশ করে, কষ্ট দিয়ে দান-খয়রাত নষ্ট করো না	বাকারা, ২:২৬৪
৯।	সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা	বাকারা, ২:২৬৭
১০।	সুদের বকেয়া পরিত্যাগ কর	বাকারা, ২:২৭৮
১১।	লেন-দেন লিপিবদ্ধ কর এবং স্বাক্ষী রাখ	বাকারা, ২:২৮২
১২।	আহলি কিতাবরা ঈমান থেকে কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে চায়	আলে ইমরান, ৩:১০০
১৩।	আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর	আলে ইমরান, ৩:১০২
১৪।	মুমিন ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না	আলে ইমরান, ৩:১১৮
১৫।	সুদ খেয়ো না	আলে ইমরান, ৩:১৩০
১৬।	কুফরীর পথ অবলম্বনকারীর অনুসরণ করো না	আলে ইমরান, ৩:১৪৯
১৭।	কাফিরদের মত কথাবার্তা বলো না	আলে ইমরান, ৩:১৫৬
১৮।	সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাতাহ ও তাকওয়া অবলম্ব কর	আলে ইমরান, ৩:২০০
১৯।	বিধবা ও স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ কর	নিসা, ৪:১৯
২০।	একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না	নিসা, ৪:২৯
২১।	সুস্থ মস্তিষ্কে ও পবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়	নিসা, ৪:৪৩
২২।	আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য কর	নিসা, ৪:৫৯
২৩।	শত্রু মুকাবিলায় সব সময় প্রস্তুত থাক	নিসা, ৪:৭১
২৪।	অপরিচিতদের মুসলিম দাবীর সত্যতা যাচাই কর	নিসা, ৪:৯৪
২৫।	নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সঙ্গত স্বাক্ষ্য দান কর	নিসা, ৪:১৩৫
২৬।	আন্তরিকভাবে ঈমান আন	নিসা, ৪:১৩৬
২৭।	কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ঈমানের বিরদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল	নিসা, ৪:১৪৪
২৮।	অঙ্গীকার রক্ষা কর, হালাল হারাম মেনে চল	মায়েদা, ৫:০১
২৯।	পূণ্যের কাজে সহযোগিতা কর, পাপের কাজে সহযোগিতা করো না	মায়েদা, ৫:০৩
৩০।	অজু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন কর	মায়েদা, ৫:০৭

৩১। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে ন্যায় বিচার ত্যাগ করো না মায়েদা, ৫:০৯
৩২। আল্লাহর উপর ভরসা কর মায়েদা, ৫:১২
৩৩। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর মায়েদা, ৫:৩৮
৩৪। তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না মায়েদা, ৫:৫৪
৩৫। মুমিনদের প্রতি বিনয় নম্র হও কাফেরদের প্রতি কঠোর হও মায়েদা, ৫:৫৭
৩৬। তোমাদের ধর্মকে উপহাসকারীদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না মায়েদা, ৫:৬০
৩৭। হালালকে হারাম করো না মায়েদা, ৫:৯০
৩৮। মদ (নেশা), জুয়া, স্তম্ভ (মূর্তি) ও লটারী পরিহার কর মায়েদা, ৫:৯৩
৩৯। ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না মায়েদা, ৫:৯৭
৪০। শিকার করলে কাফফারা আদায় কর মায়েদা, ৫:৯৮
৪১। কুরআন যে বিষয়ে নীরব তা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করো না মায়েদা, ৫:১০৪
৪২। নিজেরা সঠিক পথে থাক মায়েদা, ৫:১০৮
৪৩। অসিয়তের দুই জন স্বাক্ষী রাখ মায়েদা, ৫:১০৯
৪৪। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না আনফাল, ৮:১০
৪৫। আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আদেশ অমান্য করো না আনফাল, ৮:২০
৪৬। আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) এর ডাকে সাড়া দাও আনফাল, ৮:২৪
৪৭। আমানতের খিয়ানত করো না আনফাল, ৮:২৭
৪৮। আল্লাহকে ভয় করার প্রতিদান আনফাল, ৮:২৯
৪৯। শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক আল্লাহকে স্মরণ কর আনফাল, ৮:৪৫
৫০। কাফের পিতা ও ভাইকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না তাওবা, ৯:২৩
৫১। মুশরিকদের মসজিদুল হারামের নিকটেও প্রবেশ নিষেধ তাওবা, ৯:২৮
৫২। ভন্ড আলেমদের থেকে সতর্ক থাক মাল সম্পদের যাকাত দাও তাওবা, ৯:৩৪
৫৩। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না তাওবা, ৯:৩৮
৫৪। সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গী হও তাওবা, ৯:১১৯
৫৫। নিকটতম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাওবা, ৯:১২৩
৫৬। রুকু, সিজদা, ইবাদাত ও সৎকর্ম কর হজ্জ, ২২:৭৭
৫৭। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নূর, ২৪:২১
৫৮। বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না নূর, ২৪:২১
৫৯। মুহাররম আত্মীয়-স্বজন এবং দাস-দাসীদেরও তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করা কর্তব্য নূর, ২৪:৫৮
৬০। আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে ওজর পেশ করো না আনকাবুত, ২৯:৫৬

৬১। আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর আহ্যাব, ৩৩:৯
৬২। আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর আহ্যাব, ৩৩:৪১
৬৩। স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেয়া হলে ইদ্দত পালন করতে হবে না আহ্যাব, ৩৩:৪৯
৬৪। সামাজিক শিষ্টাচার ও পর্দার আদেশ মেনে চল আহ্যাব, ৩৩:৫৩
৬৫। নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর আহ্যাব, ৩৩:৫৬
৬৬। নবী রাসূলদের (সাঃ) মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার মত কথা বলো না আহ্যাব, ৩৩:৫৬
৬৭। সঠিক কথা বল আহ্যাব, ৩৩:৭০
৬৮। সৎ আচরণ গ্রহণ কর, ধৈর্যশীলরা বে-হিসাব পুরষ্কার পাবে জুমার, ৩৯:১০
৬৯। আল্লাহ সাহার্য্যকারী হও আল্লাহ তোমাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন মুহাম্মদ, ৪৭:০৭
৭০। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর মুহাম্মদ, ৪৭:৩৩
৭১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর অগ্রে যেয়ো না হজরাত, ৪৯:০১
৭২। রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ হজরাত, ৪৯:০২
৭৩। ফাসিক লোকদের কথা-বার্তার সত্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নাও হজরাত, ৪৯:০৬
৭৪। একে অপরকে উপহাস করো না। মন্দ নামে ডেকো না হজরাত, ৪৯:১১
৭৫। বেশী কুধারণা পোষণ করো না, গীবত করো না হজরাত, ৪৯:১২
৭৬। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান আন, পূর পাবে হাদীদ, ৫৭:
৭৭। পাপাচার ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে কানাকানি করো না, সৎকাজ কর মুজাদালা, ৫৮:০৯
৭৮। প্রয়োজনে মজলিশের স্থান প্রশস্ত করে দাও মুজাদালা, ৫৮:১১
৭৯। সাদকা প্রদান পবিত্র হওয়ার উপায় মুজাদালা, ৫৮:১২
৮০। আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করছ তা চিন্তা কর হাশ্র, ৫৯:১৮
৮১। কুফরি শক্তির অনুকূল কাজ করো না মুমতাহিনাহ, ৬০:০১
৮২। মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকোনা মুমতাহিনাহ, ৬০:১০
৮৩। গজব প্রাপ্তদের সাথে বন্ধুত্ব করো না মুমতাহিনাহ, ৬০:১৩
৮৪। কথা ও কাজে গরমিল করো না সাফ্ফ, ৬১:০২
৮৫। যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে মুক্তির পথ (জিহাদ) অবলম্বন কর সাফ্ফ, ৬১:১০
৮৬। আল্লাহর সাহায্যকারী হও, বিজয় তোমাদের সাফ্ফ, ৬১:১৪
৮৭। জুমআর আযানের সাথে সাথে বেচা-কেনা বন্ধ কর জুমু'আ, ৬২:০৯
৮৮। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে মুনাফিকুন, ৬৩:০৯
৮৯। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সতর্ক থাক তাগাবুন, ৬৪:১৪
৯০। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর তাহরীম, ৬৬:০৬
৯১। আল্লাহর কাছে তওবা কর, আন্তরিক তওবা তাহরীম, ৬৬:০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

জুমআর আযানের সাথে সাথে বেচা-কেনা (কাজকর্ম) বন্ধ কর

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

হে মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাজের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (সূরা ৬২, জুম'আ, আয়াত: ৯)

জুম'আ মূলত একটি ইসলামী পরিভাষা, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা একে "ইয়াওমু আরূরা" বলত। ইসলামে এ দিনটিকে যখন মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তখনই ইহার নামকরণ হয় 'জুম'আ'। ইহা প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের সমাবেশের দিন, সাপ্তাহিক সমাবেশ। এদিন তারা একত্রিত হয়ে নিজেদের একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরো জোরদার করে। এই দিনের সামষ্টিক এবাদাত তথা জুম'আর নামাজের ইমাম সাহেব অর্থাৎ সামাজের নেতা সাপ্তাহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পর্যালোচনা করেন এবং একে আরো উন্নত ও সুসংহত করার জন্য উপদেশ এবং আহ্বান জানান। এখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সামাজিক ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করর যে চমৎকার ব্যবস্থা তা লক্ষণীয়। প্রত্যহ তারা পাঁচবার মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সপ্তাহে একবার প্রত্যেক গ্রাম শহর অথবা বড় শহরের ওয়ার্ড এর কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর নামাজ আদায় করেন এবং এটা একটা স্থানীয় সমাবেশ যেখানে বর্তমানে পরিস্থিতির আলোচনা করে ইমাম তথা নেতা দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বৎসরে দুইবার দুই ঈদে আরো বৃহত্তর অঙ্গনে একত্রে সমাবেশ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মিলিত হন এবং সর্বোপরি জীবনে কমপক্ষে একবার মক্কায় সারা বিশ্বের মুসলমানগণ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে একত্রিত হন এবং এই বিশ্বসম্মেলন-হজ্জ প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি চমৎকার একত্রিকরণ ও পৃথকীকরণ এর সুখী ও সুন্দর বিন্যাস লক্ষণীয়। এটা অত্যন্ত সহজেই পালন করা যায়। এর মাধ্যমেই আরো বৃহত্তর এবং কঠিন সংগ্রামের স্তরে পরস্পরের একতা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক আলোচনা এবং যৌথ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি।

মুসলমানদের সাপ্তাহিক দিন 'জুমাবার' এবং ইহুদীদের সাববাত- 'শনিবার' ও খ্রীষ্টানদের 'রোববার' এক নয়। ইহুদীদের সাববাত হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর সৃষ্টি কাজ শেষে বিশ্রাম গ্রহণের স্মরণে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের শিক্ষা এর বিপরীত। আমরা জানি আল্লাহ পাকের বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই এবং তাঁকে কোন কিছু ক্লান্ত শ্রান্ত করতে পারেনা। ইহুদীদের ঐদিন কোন প্রকার কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐদিন ইবাদাত বন্দেগী সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থ নীরব। পক্ষান্তরে আমাদের জুমাবারের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এবাদাত বন্দেগী এবং এর জন্য দিক নির্দেশনা। যদিও খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের শনিবার থেকে রোববার দিনকে পরিবর্তন করেছে কিন্তু তাদের ভাবধারা একই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র এটাকে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের পবিত্র কুরআন নির্দেশ দেয় যখন 'জুমআর' নামাজের আযান দেয়া হয় তখন তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কর এবং ছুটে এস আন্তরিকতা ও আনুগত্য নিয়ে ইবাদাত করে। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত এবং পরামর্শের মাধ্যমে সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কর। অতঃপর এই সম্মেলন শেষে আবারো পৃথিবীতে রুজী রোজগারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়। এখানে মূল আয়াতে যদিও বেচা-কেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয় না কিন্তু এর অর্থ কেবলমাত্র বেচা-কেনা বন্ধ করা নয় বরং খুৎবা শোনা ও নামাজের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল প্রকার চিন্তা ও ব্যস্ততা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশই এখানে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে এটাই আমাদের জন্য উত্তম যদি আমরা বুঝি। অর্থাৎ আমাদের আসল সম্পদতো পরকালীন সম্পদ তথা ইবাদাত বন্দেগী। অতএব এটাই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতএব নির্দিষ্ট যে মৌলিক ইবাদাতগুলো রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে কোন কাজে লিপ্ত থাকা যাবেনা। বরং সেই ইবাদাতগুলোর সময়ে অন্যান্য সকল কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○

হে মুমিনগণ! তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এরূপ করবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্থ। (সূরা ৬৩, মুনাফিকুন, আয়াত-৯)

এ সূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তর উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হয়ে পড়াই এর মূল কারণ। এ কারণেই একদিকে তারা মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে সুযোগ

সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে বাহ্যত মুসলমান বলে প্রকাশ করত। অতঃপর এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে তোমরা মুনাফিকদর মত দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেওনা। এখানে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য যে মানুষ বেশীরভাগ এদের স্বার্থেই ঈমানের দাবী পূরণ ও দায়িত্ব পালন হতে মুখ ফিরিয়ে, মুনাফেকী, ঈমানের দুর্বলতা কিংবা ফাসেকী নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে এখানে দুনিয়ার সে সব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে নিজের মধ্যে এতটুকু মশগুল করে রাখে, যার ফলে সে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে যায়। মূলত এই ভুলে যাওয়া ও আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল হয়ে যাওয়া সমস্ত দুষ্কর্মের মূল কারণ। মানুষ মোটেও স্বাধীন নহে, এক আল্লাহর বান্দাহ আর আল্লাহ তার কাজকর্ম পুরাপুরি জানেন এবং একদিন তার সমানে গিয়ে মানুষকে নিজের সমস্ত কাজে কর্মের হিসেব দিতে হবে। একথা যদি মানুষের মনে থাকে ভুলে না তাহলে কোন প্রকার গুমরাহী বা পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো পদস্খলন ঘটে গেলেও হুশ ফিরে আসার সাথে সাথে সে নিজেকে সামলে নেয়। ফলে ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। আয়াতে একথা বলা হয়নি যে ধনমালের এবং সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয় বরং ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। আল্লাহর স্মরণ-এ প্রত্যেক কল্যাণ, সেবা, মহৎ চিন্তা, মহৎ কাজ অন্তর্ভূক্ত। কারণ এটাই হল সেবা এবং উৎসর্গ যেটা আল্লাহ আমাদের কাছে চান। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন স্মরণ অর্থ যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদাত এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই, ক্ষতি আমাদের নিজেরই অন্য কারো নয়। কারণ এটা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়, জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সতর্ক থাক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ○

হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর তোমরা যদি

ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর এবং দোষত্রুটি ঢেকে রাখ তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াময়। (সূরা ৬৪, তাগাবুন, আয়াত-১৪)

আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রী-সন্তান হতে এবং বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে নিজের স্বামী ও সন্তান হতে পিতা-মাতাকে তাদের সন্তান হতে এবং সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতা হতে অসংখ্য প্রকার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষের পক্ষে এমন স্ত্রী পাওয়া বা স্ত্রীর পক্ষে এমন স্বামী পাওয়া যে, ঈমান ও সততার জীবন যাপনে পরস্পর পূর্ণমাত্রায় সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে এবং এরপর তাদের সন্তানদের আকীদা, বিশ্বাস, আমল ও চরিত্র স্বভাবে তাদের মনমত ও চোখের শীতলতা হবে। এমনটি খুব কমই ঘটে থাকে। সাধারণত দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হল স্ত্রী ও সন্তান এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা ও বিশ্বস্ততাকে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক যার ফলে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। এর বিপরীত মুমিন স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার শরীয়ত পালন করে চলা স্বামীর মোটেই সহ্য হয়না। সন্তানরা অসদাচারী পিতার পদাংক অনুসরণ করে অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। অনুরূপভাবে অনেক সন্তান পিতা-মাতার কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। বিশেষত কুফরী ও ঈমানের দ্বন্দ্বে ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হল আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের খাতিরে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ বিপদ সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা। কারাবরণ কিংবা দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা প্রকৃতঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই একজন ঈমানদার স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানেরা স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী ও সন্তানরা এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে পিতা মাতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী সমাজেও এ ধরনের অবস্থা অনেক দেখা যায়।

আয়াতটি নাযিল হওয়া কালীন সময়ে বহু সংখ্যক ঈমানদারের জীবনে তৎকালীন বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, বর্তমান সময়েও অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী বহুলোকের জীবনে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। তদানিন্তন মক্কা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, একজন পুরুষ ঈমান আনল, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন যে শুধু ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় তা-ই নয় বরং তাকেই ইসলাম থেকে বিরত রাখার বা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেসব মহিলারা এবং সন্তানরাও যারা নিজেদের সমাজ পরিবেশে একাই ইসলাম গ্রহণ করত ও ঈমানের পথে চলতে চাইত।

এসকল অবস্থার সম্মুখীন ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতে তিনটি কথা বলা হয়েছে– প্রথমত বলা হয়েছে যে, বৈষয়িক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দৃষ্টিতে যদিও এই লোকেরা সর্বাধিক প্রিয়জন। কিন্তু দ্বীন ও ইসলামের দৃষ্টিতে এরা তোমাদের শত্রু। অবশ্য সে শত্রুতা কয়েক প্রকার হতে পারে। তারা তোমাদেরকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে ও পুনরায় কুফরীর দিকে টানতে পারে। অথবা হতে পারে তাদের সদিচ্ছা সহানুভূতি হবে কুফরীর প্রতি আর তোমাদের কাছে মুসলমানদের যুদ্ধ সংক্রান্ত অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন গোপন তথ্য জানতে পারলে তারা ইসলামের দুশমনদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এ ধরনের কাজে মূল শত্রুতার স্বরূপ ও অবস্থায় বা মাত্রায় তো পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু আসলে এতো শত্রুতাই। ঈমান যাদ তোমাদের অধিকতর প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে তাহলে এসব দিক দিয়েই তাদেরকে শত্রু মনে করাই কর্তব্য। তাদের প্রেম ভালবাসায় পড়ে তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের কিংবা আল্লাহনুগত্য ও আল্লাহর নাফরমানীর দিক দিয়ে যে বিরাট প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তোমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। অর্থাৎ তাদের বৈষয়িক সুখ সুবিধা বিধান করতে গিয়ে স্বীয় পরকাল পরিণতি বরবাদ করোনা। তাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা এতটা বেশী পোষণ করোনা যার ফলে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর সাথে তোমাদের সম্পর্ক রক্ষা ও ইসলাম পালনের পথে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের প্রতি এতটা নির্ভরতা রেখনা যার ফলে তোমার অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজের গোপন তত্ব জানতে পেরে শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে। রাসূল (সাঃ) একটি হাদীসে বলেছেন– "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, বলা হবে এর সন্তান সন্ততিরা তার সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।"

পরিশেষে বলা হয়েছে- "আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার কর ও ক্ষমা করে দাও তাহলে অল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।" এর অর্থ এই যে তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। যেন তোমরা সতর্ক থাক এবং দ্বীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা কর। এর মূলে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তোমরা স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে বা দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ত করবে যার ফলে তোমাদের ও তাদের পারিবারিক

জীবনই দুঃসহ হয়ে উঠবে– এটা কখনো উদ্দেশ্যে নয়। কেননা তা করা হলে দুটো বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। একটি এই যে এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় এই যে সমাজে এর দরুণ ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি হতে পারে। আশেপাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

এ ধরনের সমস্যা সম্পর্কে সূরা আন্-কাবুতের ৮নং আয়াতে, সূরা লোকমানের ১৪-১৫নং আয়াতে, সূরা তাওবা ২৩-২৪, সূরা মুমতাহানার ৩ ও মুনাফিকূন-৯নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আমাদের কর্তব্য নিজ পরিবার পরিজনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যাতে তাদের জন্য ঈমানের ও ইসলামের কোনা ক্ষতি না হয় এবং তাদেরকে হেকমতের সাথে সংশোধনের চেষ্টা কর।

সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্দ হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, পাষাণ হৃদয় ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদেশ করা হয় তা-ই করেন। (সূরা ৬৬, তাহরীম, আয়াত-৬)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কেবলমাত্র নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে এবং তার চেষ্টা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে মুমিন ব্যক্তির কেবলমাত্র এতটুকুই দায়িত্ব নয় বরং সেই সাথে প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুযায়ী যে পরিবার ও বংশের নেতৃত্বের বোঝা তার উপর অর্পিত হয়েছে যে পরিবার ও বংশের লোকজনকেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর পছন্দের অনুরূপ বানাতে চেষ্টা করে যাওয়াও তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার পক্ষে যতটা সম্ভব তাদেরকে সেদিক হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাবে। সন্তানাদি

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল অবস্থার হবে পিতৃগণের শুধু এই চিন্তাই হওয়া উচিত নয়। সেই সাথে বরং ইহা অপেক্ষাও বেশী চিন্তা করতে হবে তাদেরকে জাহান্নমের ইন্দন থেকে বিরত রাখার জন্য। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে-রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। দেশ প্রশাসক রাখাল সে তার প্রজা সাধারণের ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর সন্তানদের ব্যাপারে দায়ী। সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহী করবে।"

অতঃপর জাহান্নামের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যে, এর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এটা অত্যন্ত মারাত্মক আগুন, এটা সাধারণ আগুনের মত যেটা কাঠ বা কয়লা বা এধরনের জিনিষকে জ্বালায় তা'নয়। এই আগুনের ইন্দর হবে মানুষ যারা পাপ কাজ করবে এবং যাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন। অথবা পাথরের মূর্তি যে গুলো জীবনের সকল মিথ্যার প্রতিকৃতি। আমরা সাধারণত চিন্তা করি ফেরেশতারা স্বভাবগতভাবে খুবই নরম স্বভাবের দয়াদ্র এবং সুন্দর। কিন্তু অন্যদিকে তারা ন্যায় বিচারক, বিশ্বস্ত এবং সুশৃংখল এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদেরকে দেয়া আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা সামান্য শিথিলতা দেখান না বা আদেশ পালনে সাম্যন্য ত্রুটি বা হেরফের করেননা। তাঁরা আল্লাহর আদেশ সমূহ পুংখানুপুয়খ রূপে বাস্তবায়ন করেন।

অতএব আমাদের কর্তব্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

আল্লাহর কাছে তওবা কর আন্তরিক তওবা

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।

সেদিন আল্লাহপাক নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটা-ছুটি করবে। তারা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা ৬৬, তাহরীম, আয়াত-৮)

"তাওবাতান নাসূহ" এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) মানুষ এমন খাঁটি ও অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ তাওবা করবে যাতে লোক দেখানো বা রিয়াকারী, মুনাফেকী বা কপটতার বিন্দু বিসর্গও থাকবেনা। (২) ব্যক্তি নিজে নিজের কল্যাণ কামনা করবে, মঙ্গল চাইবে এবং গুনাহ হতে তওবা করে নিজেই নিজেকে মারাত্মক পরিণতি হতে রক্ষা করবে অথবা গুনাহর কারণে তার দ্বীন পালনে যে ফাটল ধরে গিয়েছিল তাওবা করে এর প্রতিবিধান করবে-মেরামত বা সংশোধন করবে। কিংবা তওবা করে সে নিজের জীবনকে এতটা সুসংগঠিত ও পরিমার্জিত করে নিবে যে অন্য লোকদের জন্য সে উপদেশ হওয়ার দৃষ্টান্ত হবে। তার দৃষ্টান্ত দেখে অন্য লোকেরাও তারই মত নিজেদের সংশোধন করে নেবে। এইসব অর্থ আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে জানা ও বুঝা যায়। এছাড়াও শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর অর্থ ও তাৎপর্য জানা যায় রাসূল (সাঃ) এর হাদীস হতে– রাসূল বলেছেনঃ "তাওবাতুন নাসূহ এর তাৎপর্য হলে, তোমার দ্বারা যখন কোনা অপরাধ হয়ে যায় তখন নিজের গুনাহর জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও এবং এই লজ্জা সহকারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও আর ভবিষ্যতে কখনো একাজ করোনা।" হযরত আলী (রাঃ) একবার একজন বেদুইন লোককে খুব দ্রুত তাওবা ইস্তিগফার এর শব্দগুলো উচ্চারণ করতে শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন এতো মিথ্যুকের তাওবা। সে জিজ্ঞাসা করল তাহলে সহীহ তাওবা কী? তিনি বললেন এর জন্য ছয়টি জিনিস হওয়া আবশ্যক (১) যা ঘটে গেছে তার জন্য লজ্জিত হবে, (২) নিজের যেসব কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়েছ তা রীতিমত আদায় কর, (৩) যার হক নষ্ট বা হরণ করেছ তাকে তা ফিরিয়ে দাও, (৪) যাকে কষ্ট দিয়েছ তার নিকট ক্ষমা চাও, (৫) ভবিষ্যতে পুনরায় এ গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প কর ও (৬) নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত ও নিঃশেষিত কর যেভাবে তুমি আজ পর্যন্ত একে নফরমানীর কাজে অভ্যস্ত বানিয়ে রেখেছ। একে আল্লানুগত্যের তিক্ত রস পান করাও– যে রকম একে তুমি আজ পর্যন্ত নাফরমানীর মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ।

তাওবার ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। প্রথমত এই যে মূলত তাওবা কোন ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া–

এইজন্য যে উহা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ। অন্যথায় কোন গুনাহকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে। কোন, দুর্নাম, অখ্যাতি বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ভয় করে তা পরিহার করার সংকল্প বা ওয়াদা করাকে কখনো তাওবা বলা যায় না। দ্বিতীয়ত যে সময় অনুভূতি জাগবে যে, আল্লাহর নাফরমানী করে বসেছে ঠিক সে সময় তাওবা করা কর্তব্য। আর যেভাবেই সম্ভব এর প্রতিবিধান করা কর্তব্য। প্রতিবিধানে টালবাহানা করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ তওবা করে বারবার তওবা ভঙ্গ করা, তওবাকে একটা কৌশল বা খেলায় পরিণত করা এবং যে গুনাহ হতে তওবা করেছে বার বার এরই পুনরাবৃত্তি করা তওবা মিথ্যা হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আর বারবার তওবা ভঙ্গ করা হলে তা তার অন্তরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার ভাব বর্তমান না থাকারই প্রমাণ।

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে তওবা করে পুনরায় সে গুনাহটি না করার দৃঢ় সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা যদি সে গুনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়, তাহলে আগের গুনাহটি নতুন হবেনা। অবশ্য পরবর্তী গুনাহর জন্য আবার তাওবা করতে হবে। এবং ভবিষ্যতে আর তাওবা ভঙ্গ করবেনা এর জন্য খুব শক্ত প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করবে।

পঞ্চম এই যেঃ যখন যখনই নাফরমানীর কথা স্মরণ আসবে তখনই নতুন করে তওবা করা কর্তব্য নয়। কিন্তু তার নফল যদি পূর্বে করা গুনাহ স্মরণ করে আনন্দ স্বাদ অনুভব করে তাহলে বার বার তাওবা করা কর্তব্য-যেন শেষ পর্যন্ত গুনাহর স্মৃতি তার জন্য আনন্দের বা স্বাদের পরিবর্তে লজ্জার অনুভূতি কখনো নাফরমানী করেছে বা গুনাহ করেছে একথা ভেবে আনন্দ স্বাদ পেতে পারেনা। কেহ যদি অনন্দ-স্বাদ অনুভব করে তাবে বুঝতে হবে আল্লাহর ভয় তার মনে মজুবত হয়ে বসতে পারেনি।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে– "আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" তাওবা করা হলে অবশ্যই মাফ করে দেয়া হবে এবং অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে একথা বলা হয়নি বরং আয়াতে বলা হয়েছে যে সত্যিকার তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন এরূপ আশা করা যায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে গুনাহগারের তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দেয়া আল্লাহর কোন কর্তব্য নয় এটা পুরোপুরি তার দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে যে তিনি ইচ্ছা

হলে ক্ষমা করবেন এবং পুরষ্কারও দেবেন। তাঁর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করাতো বান্দার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু গুনাহ করলে তিনি মাফ করে দেবেন এই ভরসায় কখনো গুনাহ করা উচিত নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে "সেদিন আল্লাহপাক নবী করীম (সাঃ) এবং বিশ্বাসী অনুগামীদের লজ্জিত করবেন না" অর্থাৎ তাঁদের নেক আমলের শুভ প্রতিফলন তিনি বিনষ্ট করবেন না। তিনি কাফের ও মুনাফিকদেরকে একথা বলার আদৌ সুযোগ দেবেন না যে তারা আল্লাহর বন্দেগী করে কি ফল পেল? শুধুমাত্র আল্লাদ্রোহী লোকেরাই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহর বিধান পালনকারী লোকদের ভাগ্যে লজ্জা ও লাঞ্ছনা কখনো আসবেনা। অতঃপর তাদেরকে শুভ সংবাদ শোনানো হয়েছে যে, "তাদের অগ্রভাগে ও ডানে নূর দৌড়াতে থাকবে।" সূরা হাদীসের ১২ ও ১৩নং আয়াতের সাথে মিলালে জানা যায় এই অবস্থা হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে নেয়ার সময় হবে। যেখানে চতুর্দিকে গভীর নিশ্চিদ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকবে। তখন জাহান্নামী লোকেরা পথ চেনার সময় আঘাতের পর আঘাত পাবে এবং হোচটের পর হোচট খেয়ে পড়বে। আর আলো পাবে কেবল ঈমানদার লোকেরা। তারা এই আলোর সাহায্যে নির্বিঘ্নে পথ চলবেন। এই কঠিন নাযুক অবস্থায় ঈমানদার লোকেরা অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের হাহাকার ও ফরিয়াদ শুনে ভীত বিহব্বল হয়ে পড়বেন। নিজেদের অপরাধ ও দোষ ত্রুটির তীব্র অনুভূতিতে তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়বেন এই ভেবে যে, তাদের নূরও যদি কেড়ে নেয়া হয় এবং তারাও যদি এই হতভাগ্য লোকদের মত হয়ে পড়ে। এই কারণে তারা দোয়া করতে থাকবেন, হে আমাদের রব আমাদের অপরাধ মাফ করে দিন এবং আমাদের নূর জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন রাখুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), দাহহাক (রাঃ) প্রায় এইরূপ তাফসীর করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। মা'রেফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)।

২। তাফহীমুল কুরআন : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)।

৩। The Holy Quran : Abdullah Yousuf Ali

৪। মেশকাত শরীফ : নূর মুহাম্মদ আজমী।

৫। রিয়াদুস সালেহীন : ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র.)।

সমাপ্ত

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন রচিত
প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

৮৯. যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে
৯০. তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে, তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ণ কর
৯১. তাদের সুসংবাদ দাও
৯২. যারা মহান আল্লাহর সাথে সুদঢ় অঙ্গীকার..
৯৩. সব তামোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন
৯৪. আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন
৯৫. যখন আমি ফিরিশতাগণকে বললাম
৯৬. আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন
৯৭. তামোদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো
৯৮. তবে কি তামেরা বুঝো না?
৯৯. তামোদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম
১০০. এক মহাপরীক্ষা ছিল
১০১. এ জনপদে প্রবেশ করো
১০২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে
১০৩. আমি অজ্ঞদের
১০৪. সে সম্বন্ধে বে-খেয়াল নন
১০৫. কাল্পনিক ধারণা পাষেণ
১০৬. তামেরা একে অপরের রক্তপাত করবে না
১০৭. তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে
১০৮. বাস্তবিকই তামেরা যালিম
১০৯. আল্লাহও এসব কাফিরদের শত্রু
১১০. আমরা নিছক একটি পরীক্ষা...
১১১. তা থেকে উত্তম
১১২. ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে
১১৩. তামোদের প্রমাণ পেশ কর
১১৪. অথচ তারা কিতাব পড়ে
১১৫, পূর্ব পশ্চিম মহান আল্লাহরই
১১৬. আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলে না কেন?
১১৭. বলুন, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত
১১৮. কোন সুপারিশ কারাে পক্ষে লাভজনক হবে না
১১৯. কাবা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র....."
১২০. হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন
১২১. সেই নির্বোধ ছাড়া ! ! !
১২২. আর তারা বলে।
১২৩. আমাদের জন্য আমাদের, আমল
১২৪. নির্বোধ লাকেরা বলবে যে!
১২৫. আমি তামোদের মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি
১২৬. নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে
১২৭. নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও
১২৮. কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন
১২৯. ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো
১৩০. আল্লাহর পথে নিহতদের মৃত বলো না
১৩১. নিশ্চয়ই 'সাফা এবং মারওয়া' মহান আল্লাহর নিদর্শনগুলারে অন্যতম
১৩২. নিশ্চয় যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দলিল.....
১৩৩. লোকের উপকারী দ্রব্যাদীসমূহ সমুদ্রে চলাচলকারী জল্যানের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকদেরদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে
১৩৪. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না
১৩৫. যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি
১৩৬. পবিত্র বস্তু আহার করো
১৩৭. নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহর কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন
১৩৮. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়
১৩৯. হে মুমিনগণ! তামোদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে
১৪০. সঙ্গতভাবে ওয়াসিয়াত করে যায়
১৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে
১৪২. রমযান মাস যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে
১৪৩, আমিতো তাদের নিকটে
১৪৪. আল্লাহর নির্ধারিত বস্তু খোজ করো
১৪৫. তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না
১৪৬. লোকেরা তামোকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে
১৪৭. তোমরা মহান আল্লাহর পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো
১৪৮. আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবে না
১৪৯. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো
১৫০. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরাহকে পূর্ণ করো
১৫১. তোমরা পাথেয় ব্যবস্থা করবে, আর তাকুওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়
১৫২. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলাতে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে
১৫৩. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকার খোঁজ করো
১৫৪. মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও
১৫৫. তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে...
১৫৬. লোকদের কেউ কেউ বলে থাকে.....
১৫৭. মুনাফিকের চরিত্র
১৫৮. আমার নানা ভাই
১৫৯. আমরা যদি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম

www.motaher21.net

আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম
এপ্রিল-২০২৪ (চলমান বই নং- ১১১৯)

বিতরণে : বাংলাদেশ মসজিদ মিশন
বিতরণের জন্য- আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি

বিকাশ নম্বর : ০১৮৮৩৩৮৫৮০০ (মোতাহার হোসাইন)
ব্যাংক একাউন্ট :
মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন ও নাফিসা ইয়াসমীন
একাউন্ট নম্বর : ২০৫০২৭৬০২০০৩০৬০১২
গুলশান শাখা- ১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড